দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

'মডেল কলেজ' নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান, বিভ্রান্তিতে শিক্ষার্থীরা

■ মো. লুৎফুর রহমান, কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন না নিয়ে জেলায় বিভিন্ন কলেজে চলছে. শিক্ষার্থী ভর্তির বাহারী প্রচারণা ও ভর্তির কার্যক্রম। এ ছাড়া 'মডেল কলেজ' নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। কলেজে. ভর্তি নিয়ে এমন কর্মকাণ্ডের ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা চরম বিভ্রান্তিতে. পড়েছেন। তবে অনুমোদন. না নিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম চালাচ্ছে. সে সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল টিম পরিচালনা করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষা সচেতন মহল।

অনুমোদনহীন কলেজে ভর্তি

শিক্ষার্থী. অভিভাবক ও বিভিন্ন সূত্র জানায়. কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন না নিয়ে একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী কলেজের নামে মহানগর ও জেলার বিভিন্ন এলাকায় কুমিল্লা মডেল কলেজ, কুমিল্লা মহানগর কলেজ. কুমিল্লা ন্যাশনাল মডেল কলেজ. কুমিল্লা পাঠশালা কলেজ. গঙ্গামণ্ডল মডেল কলেজ. মিশন স্কুল এন্ড কলেজ. লাকসাম ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজসহ ডজনাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

এ সব প্রতিষ্ঠানের নামে বাহারী বিজ্ঞাপন. চটকদার স্লোগানে রঙ-বেরঙের ব্যানার, পোস্টার-ফেস্টুন ও লিফলেট বিতরণ করে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এ সব কলেজে ভর্তি কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাণিজ্যিক ভবনে অবস্থিত কয়েকটি কক্ষ নিয়ে যেনতেনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অধিকাংশ কলেজ। এ সব কলেজের বিজ্ঞাপন প্রচারণায় 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ক্যাম্পাস. কুমিল্লায় এই প্রথম সম্পূর্ণ ডিজিটাল ক্যাম্পাস. প্রতিযোগিতার বিশ্বে বিজয়ী হওয়ার প্রত্যাশায়. শতভাগ পাসের নিশ্চয়তা' সম্বলিত নানা প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে 'মডেল' শব্দ ব্যবহার করেও বিভ্রান্তি ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে।

কুমিল্লা মডেল কলেজের অধ্যক্ষ মো. মহিউদ্দিন লিটন জানান. দুই-এক দিনের মধ্যেই আমরা অনুমোদন পেয়ে যাব। নগরীর ঝাউতলায় আপাতত আমরা শুধু ভর্তি কার্যক্রম চালাচ্ছি। এ কলেজের মূল ক্যাম্পাস নবীয়াবাদ এলাকায়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, এ বোর্ডের অধীনে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর ও ফেনীসহ ৬টি জেলার বিভিন্ন এলাকায় বোর্ডের অনুমোদনবিহীন কমপক্ষে অর্ধশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের সাথে এক ধরনের প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক তরুণ কুমার সরকার বলেন, বোর্ডের অনুমোদন না নিয়ে যে সব কলেজ শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম চালিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি করছে তাদের বিরুদ্ধে বিধি-মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।